বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই'২০২২-জুন'২০২৩

COME TO WORK (CTW)
Mammathapur, Parbatipur, Dinajpur

ANNUAL REPORT

July-2022 to June-2023

ফটো গ্যালারী

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে কোচিং ফি বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল।

পিকেএসএফ এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মো: জামান খন্দকার ও সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব মো: আকরাম হোসেন এর আগমনে শুভেচ্ছা বিনিময়।

প্রিতিবন্ধী বাচ্চাদের মাঝে বিভিন্ন উপকরণর সামগ্রী বিতরণ করছেন উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা জনাব তাপস রায়।

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের অর্থায়নে তৈরীকৃত কৃত্রিম পা হস্তান্তর করছেন উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব মো: হাফিজুল ইসলাম প্রা: ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল।

সংস্থার ৪১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আগত সম্মানীত সাধারণ পরিষদ সদস্যগণদের একাংশ।

অত্র প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রথম দাতা সংস্থার প্রতিনিধি জনাব কাজী বদরুদ্দোজা জুলু ভাইয়ের আগমনে শুভেচ্ছা বিনিময়।

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৩ খ্রীস্টাব্দ

প্রকাশ কাল ঃ

শ্রাবণ' ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
জুলাই' ২০২৩ খ্রীস্টাব্দ

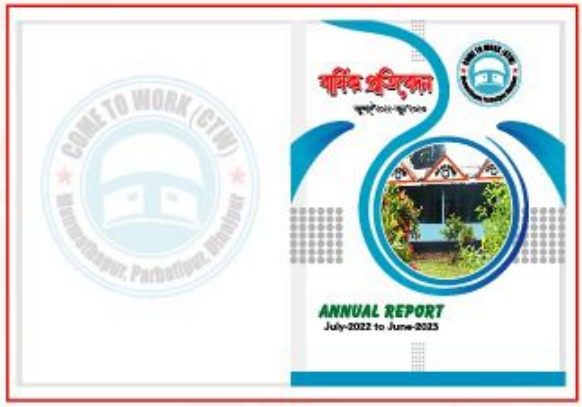

সম্পাদনায় ঃ

মো. মতিউর রহমান, প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক।

তথ্য সমন্বয়ঃ

মো. মমতাজুর রহমান, মাইক্রোফিনান্স কো-অর্ডিনেটর।
মো. মোকাররম হোসেন, অর্থ ও প্রশাসন কর্মকর্তা, সিটিডাব্লিউ।
মি. কৃষ্ণ কান্ত রায়, হিসাব রক্ষক কাম প্রশাসন সহকারী, এমএফপি।
মো. আশরাফুল আলম, এরিয়া ম্যানেজার, এমএফপি।
মো. সাজ্জাদুর রহমান, সহকারী ফিজিওথেরাপিস্ট, সিইপি প্রোগ্রাম।
মো. জাহেনুর আলম, আইটি অফিসার, এমএফপি।

প্রকাশনায় ঃ

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)

মন্মথপুর, চাকলাবাজার, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
পোষ্ট কোডঃ ৫২৫০,
মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৪১৯১৫, ০১৭২৭-০২৪০৩৪
ই-মেইল ঃ ctwdinaj08@gmail.com
ওয়েব ঃ https://cometoworkbd.org

ইলাস্ট্রেশন ঃ

মো. জাহেনুর আলম

ডিজাইন ঃ

ছায়া কম্পিউটার
গণেশতলা, দিনাজপুর।
০১৭২৪৬৭৭৮২২
chayacomputer21@gmail.com

কর্মসূচী সমূহ

সূচীপত্র

কর্মসূচী সমূহ	পৃষ্ঠা
কর্ম এলাকার মানচিত্র	০১
সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো	০২
চেয়ারপার্সনের বাণী	০৩
নির্বাহী পরিচালকের বাণী	০৪
সংস্থার পটভূমি	০৫
সংস্থার আইনগত বৈধতা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ	০৬
স্বনির্ভরশীলতায় মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম	০৭
মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর উদ্দেশ্য, কৌশলগত দিক, প্রধান কার্যক্রম ও সেবা সমূহ	০৮
সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা	০৯
নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও মেয়াদী সঞ্চয়	১০
নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ	১১
কৃষিতে মাইক্রোফিন্যান্স	১২
মৎস্য চাষ	১৩
লাইভস্টক এবং পোল্ট্রি সেক্টর	১৪
সফল কেইস স্ট্যাডি	১৫
সুফলন (কৃষিভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি:	১৬
মাইক্রোফিন্যান্সে অগ্রসর ঋনের অগ্রযাত্রা	১৭
সদস্য'র কল্যাণে তহবিল	১৮
সামাজিক কার্যক্রম ও অটোমেশন কার্যক্রম	১৯
বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	২০
প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও পূণর্বাসন প্রকল্প	২১
সিটিডাব্লিউ ভবিষ্য নিধি তহবিল	২২
সিটিডব্লিউ লাইব্রেরী	২৩
Consolidated Statement of Financial Position	২৪-২৭

বাংলাদেশ মানচিত্র

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কর্মএলাকা

নীলফামারী জেলা।
(সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ ও নীলফামারী সদর উপজেলা)।

রংপুর জেলা।
(তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ উপজেলা)।

দিনাজপুর জেলা।
(পার্বতীপুর, চিরিরবন্দর, খানসামা, দিনাজপুর সদর ও ফুলবাড়ী উপজেলা)

সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো

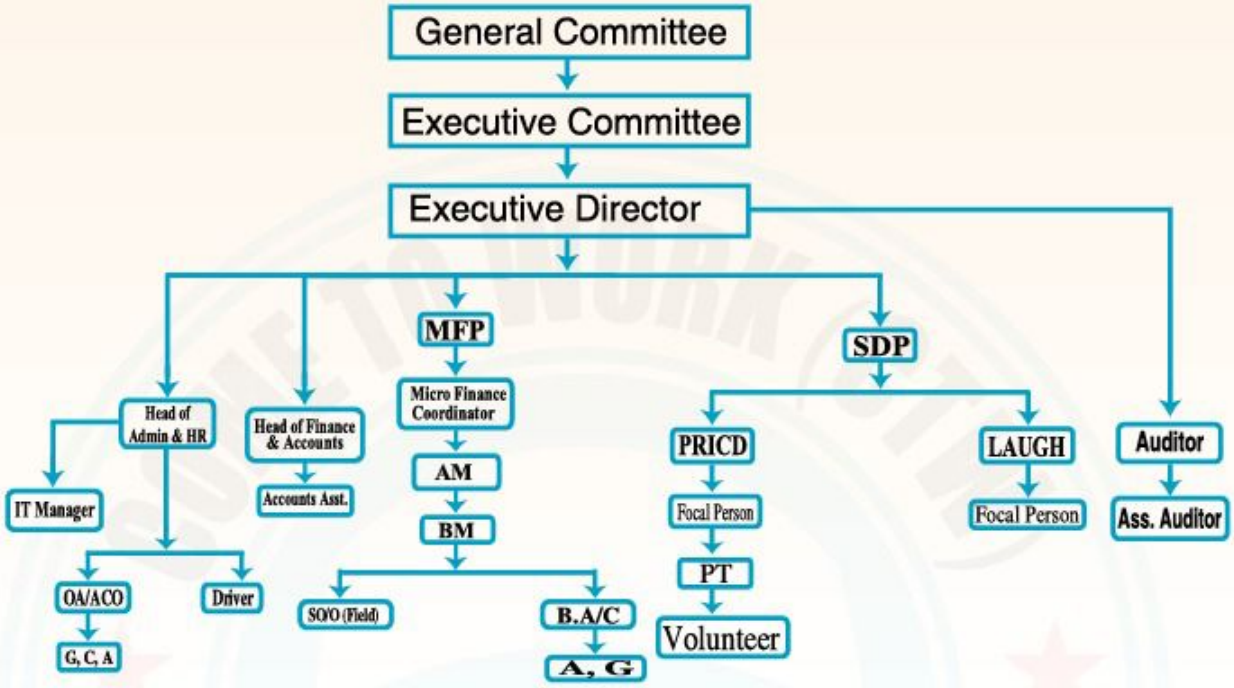

Particular	Number
General Committee Member	21
Executive Committee	07/21
Executive Director	01
Micro Finance Coordinator	01
Head of Admin & HR	01
AM	02
Head of Finance & Accounts	01
Auditor	01
IT Manager	01
Asst. Auditor	01
BM	13
PT	01
B.A/C	13
SO/O (Field)	62
Accounts Asst.	01
OA/ACO	01
G,C,A,Driver	04
Volunteer	01

Total Number of Staff & Volunteer Come to Work (CTW): 124.

- AM = Area Manager.
- ACO = Assistant Computer Operator.
- A/C = Assistant Accountant.
- A = Ayah.
- BM = Branch Manager.
- B. A/C = Branch Accountant.
- C = Cook .
- G = Guard.
- HR = Human Resource.
- IT = Information Technology
- MFP = Micro Finance Program.
- MFC = Micro Finance Coordinator
- OA = Office Assistant.
- O = Officer.
- PRICD = Promoting Rights and Inclusion of Children with Disabilities.
- PT = Physiotherapist.
- SDP = Social Development Program.
- SO = Senior Officer.

চেয়ারপার্সনের বাণী

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থা গুলো নানা মূখী কর্মকান্ড গ্রহণের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। দিনাজপুর জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী সংস্থা কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) উত্তর জনপদের অবহেলিত মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। মানব সেবার ব্রত নিয়ে দক্ষ কর্মী বাহিনীর সম্মিলিত শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় সংস্থাটি আরও সম্প্রসারিত হোক ও দেশের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে সুদূর প্রসারী কার্যক্রম ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এগিয়ে যাক কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এই প্রত্যাশায়।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ধন্যবাদ জানাই দাতা সংস্থা, শুভাকাংখী ও সংস্থার সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের যাদের অক্লান্ত শ্রম, মেধা এবং বাস্তবধর্মী সেবাদানে জনসাধারণের সেবারমান উন্নয়ন এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সরকারের উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে বিরামহীনভাবে কাজ করে আসছে।

মোঃ মাহফিজুল ইসলাম
চেয়ারপার্সন।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। কর্মএলাকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা মেধা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে উত্তর জনপদের অবহেলিত শোষিত, নিপীড়িত মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়াও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি নেতৃত্ব বিকাশ, বেকারত্ব দূরীকরণ , কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোগের পরিসর বিস্তৃতি ও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রতিবন্ধী প্রতিরোধ ও পূর্নবাসনে সহযোগিতা এবং অধিকার আদায় জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার র‍্যালী ও আলোচনা সভা ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। দাতা সংস্থা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সু-নজরের ফলে কার্যক্রম এবং কর্ম এলাকার পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও সেবার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কর্ম এলাকার মানুষদের উৎসাহ দান এবং কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি এবং স্থায়ীত্বশীলতা অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে। অত্র সংস্থা যাদের অনুপ্রেরণা, প্রচেষ্টা ও আর্থিক সহযোগিতায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আগামী দিনগুলি সবার জন্য শুভ হোক এই প্রত্যাশায়।

প্রকাশনায় ত্রুটি ধরা পড়লে পরি শুদ্ধির জন্য মতামত দেয়ার সুযোগ রয়েছে। প্রকাশনার মতো এই জটিল কাজে যারা সার্বিক সহায়তা করেছে তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ মতিউর রহমান
নির্বাহী পরিচালক।

সংস্থার পটভূমি

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের ৮ম বৃহত্তম দেশ। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর ভিত্তি করে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। বাংদেশের জেলা সমূহের রয়েছে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট তেমনি বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার হিসাবে পরিচিত সর্ব উত্তরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জেলা দিনাজপুর। দিনাজপুর জেলা শহর থেকে পুর্বদিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রেলজংশন খ্যাত অতি গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা হলো পার্বতীপুর। আজ থেকে চার দশক আগে অত্র অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বেশ নাজুক ছিল। এতদাঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ভূমিহীন, নিরক্ষর, অসহায় ও সমাজ-উন্নয়ন সম্পর্কে অসচেতন এরূপ সহায়হীন সর্বোপরি খেটে খাওয়া গ্রামীণ দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং শহরতলীর বস্তিবাসী মানুষদের সংগঠিত করে উন্নয়নের ধারায় আনায়নের লক্ষ্যে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সমাজসেবী জনাব মতিউর রহমানের নেতৃত্বে এলাকার কিছু সংখ্যক শিক্ষিত যুবক, সমাজ হিতৈশী ও সমাজকর্মীগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে ১৯৮৩ সালের ৫ জানুয়ারী, বুধবার এক ঐতিহাসিক সোনাঝরা রৌদ্রোজ্জ্বল শীতের সকালে পার্বতীপুর শহর থেকে পশ্চিম দিকে ৫ কিলোমিটার দূরে ২ নম্বর মন্মথপুর ইউনিয়ন এর খোড়াখাই মৌজার চাকলাবাজার নামক স্থানের সু-শীতল ছায়াঘেরা পরিবেশে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিটিডাব্লিউ'র প্রাথমিক অবস্থায় যে সব উদ্যোক্তা যুক্ত ছিলেন তারা সবাই ছিলেন স্থানীয় গ্রামবাসী। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁরা একটি সাধারণ কমিটি গঠন করেন। সংস্থাটি সমাজসেবা অধিদপ্তর, দিনাজপুর থেকে ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে নিবন্ধনপ্রাপ্ত হয়ে পার্বতীপুর উপজেলার ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে সংস্থার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে কর্মএলাকার সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সমন্বিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত করছে।

কাম টু ওয়ার্ক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মূলধারা এবং আদিবাসীদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তনের লক্ষ্যে শ্রমমূখী ও অধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক ও বহুমাত্রিক অংশীদারিত্ব ভিত্তিক উদ্যোগ সৃষ্টি করা সিটিডাব্লিউ'র মূল লক্ষ্য। কাম টু ওয়ার্ক তার গৃহীত প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নকালে বৃহৎ পরিসরে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণকারী সরকারী, এনজিও, ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাগুলিকে সাথে নিয়ে কাজ করে আসছে। কাম টু ওয়ার্ক একটি অলাভজনক, অ-সরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। আত্মপ্রকাশ লাভের পর থেকে এইসব অতি উৎসাহী শিক্ষিত যুবক, সমাজ হিতৈশী এবং সমাজসেবকগণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আত্মনিবেদিত থাকে।

আইনগত বৈধতা

Legal Status of Come to Work (CTW)

কাম টু ওয়ার্ক এর বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের নিম্নোক্ত নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ঃ

- সমাজসেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।
- এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো-১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, নবায়ন তারিখ- ০৫/০৭/২০১৭ হইতে ০৪/০৭/২০২৭ পর্যন্ত।
- জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানী, বাংলাদেশ ফার্ম সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট-২০০৪ খ্রীষ্টাব্দ।
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) - ২০০৮ খ্রীষ্টাব্দ।
- প্যাডর-২০১২ খ্রীষ্টাব্দ।
- যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-২০১৭ খ্রীষ্টাব্দ।
- ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন-২০২২ খ্রীষ্টাব্দ।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডব্লিউ)'র লক্ষ্য ঃ

Goals of Come to Work (CTW)

- অংশগ্রহণ মূলক প্রক্রিয়ায় অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক টেকসই উন্নয়ন।

কাম টু ওয়ার্ক এর উদ্দেশ্যসমূহঃ

Come to Work (CTW) Objectives

- সাংগঠনিক কাঠামো উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশ।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জন।
- সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ত্বরান্বিতকরণ ও মান বৃদ্ধি।
- পরিকল্পিত পরিবার ও সুস্থ জীবন গঠনে সহায়তা।
- পরিবেশ বান্ধব বনায়ন ও কৃষি খামার গড়ে তোলা।
- নারী-শিশু অধিকার সুরক্ষা ও জেন্ডার সমতা সৃষ্টি।
- দুর্যোগ মোকাবেলা ও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা।
- প্রতিবন্ধীদের সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

কাম টু ওয়ার্ক এর মূল্যবোধসমূহ

Come to Work (CTW) Core values

- ★ লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি আত্মবিশ্বাসী।
- ★ সু-সংগঠিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।
- ★ নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মানবিক আচরণ।
- ★ অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে ক্ষমতায়ন।
- ★ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- ★ বিশ্বাসের ভিত্তিতে মতামত।
- ★ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কাজ।
- ★ স্বাধীনতার জন্য বাস্তবধর্মী সেবা।
- ★ দুঃস্থদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

স্থায়ীত্বশীলতায় মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও কর্মএলাকার মানুষের দারিদ্র্যতা দূরীকরণ ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের কথা চিন্তা করে ১৯৯৩ সালে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম শুরু করে। প্রাথমিক পর্যায়ে এই কার্যক্রম ছিল উপকারভোগীদের শুধুমাত্র সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদান করা। এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র পরিবারগুলোর দারিদ্র্যতা নিরসনের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহনে সহায়তা করা। এই ঋণের সাহায্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের কোন নিশ্চিত/স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা নেই এবং যারা প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুবিধার বাইরে থাকে তাদের জন্যে জামানত বিহীন আর্থিক সেবা নিশ্চিত করে থাকে। শুধুমাত্র দারিদ্র্য দূরীকরণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে তোলাই ক্ষুদ্রঋণের উদ্দেশ্য নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রেই এর উদ্যেশ্য হল নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নয়ন সাধন। মাইক্রোফিন্যান্সের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে নিজেদের আত্মনির্ভরশীল করে তাদের জীবনমান উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষুদ্রঋণ-মাইক্রোক্রেডিট কার্যক্রম থেকে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের উদ্ভব হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম আরও অভিজ্ঞতাপূর্ণ হয়ে এর ব্যাপ্তি, বহুমূখীতা, বিভিন্নতা পরিবর্তিত হয়েছে। পদ্ধতিগত এবং কৌশলগত দিক, টার্গেট গ্রুপ, প্রডাক্ট এবং এর কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে।

এর পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যাপারেও সচেতনতা প্রদান করে থাকে। শুধু ঋণ প্রদান নয় এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হলে তবেই টেকসই উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব।

বর্তমানে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র সকল প্রোগ্রাম এবং উন্নয়ন উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম। পিছিয়েপড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়বৃদ্ধি, জীবনমান উন্নয়ন এর সাথে টেকসই উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টিতে কাম টু ওয়ার্ক এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং অগ্রসর-এন্টারপ্রাইজ ঋণের মাধ্যমে অব্যাহত সহায়তা প্রদান করে আসছে। উপকারভোগী টার্গেট গ্রুপের সদস্যদের জীবনমানের উন্নয়ন তথা সামগ্রীক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন উদ্যোগ হিসেবে সিটিডাব্লিউ এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর লোন রিভলভিং ফান্ড এর মূল যোগান দাতা হলো পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)। এছাড়া দাতা সংস্থার অনুদান, বেসরকারী ব্যাংক এর ঋণ, সংস্থার কল্যান তহবিল, গ্র্যাচুয়িটি তহবিল, সদস্যর সঞ্চয় ইত্যাদি। সংস্থা টার্গেট গ্রুপ এর চাহিদা অনুযায়ী মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম এর সঞ্চয় এবং ঋণ কর্মসূচীর বহুমূখীকরণ করেছে এবং তাদের উন্নয়ন চাহিদানুযায়ী এই প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামে সিটিডাব্লিউ'র মূল শ্লোগান হলো- "সামনে এগুবো অবিরাম টেকসহিতার সাথে"। সেবায় কত বেশী বৈচিত্র্য আনা যায় এবং দরিদ্রদের কিভাবে অধিকতর আর্থিক সেবা দেওয়া যায় তা নিয়ে নানা চিন্তা ভাবনা চলে আসছে। এরই আলোকে এমএফআই প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মসূচিতে ঋণের পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক সেবা যেমন সঞ্চয়, মাইক্রো ইন্সুরেন্স, রেমিটেন্স অন্তর্ভূক্ত করেছে। পাশাপাশি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ কার্যক্রম গ্রহনের ফলে এটি পূর্ব সময়ের তুলনায় অধিকতর বৈচিত্র্যতা লাভ করেছে। যেমন-কৃষি ঋণ, মৌসুমি ঋণ, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা এবং এসএমই ঋণ, ক্ষুদ্রবীমা, রেমিটেন্স সার্ভিস এবং দুর্যোগ ঋণ সেবা। এছাড়াও এমএফআই সমূহ বিভিন্ন ধরনের সেবার কাজ করে চলেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এক হাজারেরও বেশী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করছে। বিশেষ কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ সেবা প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে বর্তমানে ক্ষুদ্রঋণ খাতে সর্বমোট আউটস্ট্যান্ডিং প্রায় ২৫০ বিলিয়ন টাকারও বেশী। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সেবাসহ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি যেমন সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বীমা বা মাইক্রো-ইন্সুরেন্স, স্বাস্থ্য বীমা বা হেলথ্-ইন্সুরেন্স, বীমা, রেমিটেন্স ইত্যাদি প্রদান করে থাকে যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তাদের জীবন মান উন্নয়ন করে সরাসরি উপকৃত হচ্ছে।

এছাড়াও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। যেমন: অতিদরিদ্রদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, তালাক, নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে থাকে। বর্তমানে মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম সরকারের সহায়ক হিসাবে নানমূখী কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচীর উদ্দেশ্য
Microfinance Prograom Objectives

কাম টু ওয়ার্কের মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলি হলো-

* দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অধিক সঞ্চয় জমার জন্য উদ্বুদ্ধকরন।
* স্বল্প সুযোগভোগী লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অব্যাহত ঋণ সুবিধা প্রদান।
* ঋণ দাদনকারী/মহাজনদের উপর দরিদ্রদের নির্ভরতা কমানো।
* টার্গেট ভুক্ত জনগোষ্ঠীকে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ এবং এন্টারপ্রাইজ কাজের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং টেকসইভাবে আয়বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
* দরিদ্র নারীদের ক্ষমতায়ন করা।
* লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমানের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান।
* সংস্থার আয় প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে প্রোগ্রামকে স্থায়ীত্বশীল করা।

প্রোগ্রামের কৌশলগত দিকসমূহ
Microfinance Program Strategies

মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগুলি হলো ঃ

* টার্গেট গ্রুপের চাহিদানুয়ায়ী প্রডাক্ট ডিজাইন ও বহুমূখীকরন।
* ঋণীদের টেকসই উন্নয়নে অগ্রাধিকার।
* উপকারভোগীদের সর্বোত্তম সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্মীদের কাজ সম্পাদন।
* নারী উপকারভোগীদের ক্ষমতায়নে যথাযথ সাপোর্ট প্রদান।
* কাজের ক্ষেত্রে সকলের সমন্বিত উদ্যোগে সিদ্ধান্ত গ্রহন।
* অগ্রসর ও মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ পরিচালনাকারী সদস্যদের উৎপাদনমুখী বিশেষতঃ কৃষি ও কুটিরশিল্পে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য অগ্রাধিকার প্রদান।
* কার্যকরী ও শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি সহায়তামূলক তত্বাবধান।
* ঋণীদের সম্পদ আহরণ এবং বৃদ্ধিতে সঞ্চয় জমাকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া।
* অংশীদারিত্বের জন্য জিও, এনজিও এবং দাতা সংস্থার সাথে লিংকেজ স্থাপন।
* এমআরএ (মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি) নীতিমালা সকল ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপন।

প্রোগ্রামের প্রধান কার্যক্রম ও সেবাসমূহ
Programs Main Activities and Service

গ্রুপ (সমিতি) গঠন

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছুসংখ্যক সদস্য একত্রিত হয়ে গ্রুপ/সমিতি গঠন করে থাকে। ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এটি হলো প্রথম পদক্ষেপ। প্রতিষ্ঠানের জন্য পাশাপাশি অবস্থায় বসবাস করে এরূপ একই শ্রেণী পেশার মানুষ একত্রিত হয়ে সমিতি গঠন খুবই গুরুত্বপূর্ন। এতে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ব্যয় ও ঋণের ঝুঁকি কমে যায়।

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রথম অবস্থায় ১০-১৫ জন পাশাপাশি বসবাসকারী একই পেশা ও একই ধরনের আর্থিক সক্ষমতা সম্পন্ন সম-মনোভাবাপন্ন সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করে থাকে।

পরবর্তীতে গ্রুপের কাঠামো ২৫-৩০ এ উন্নীত করা হয়। সমিতি সদস্যগণ সঞ্চয় জমা, বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক আলোচনা, নানাবিধ সামাজিক সমস্যা ও তার সমাধানকল্পে সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে একটি স্থানে একত্রিত হন।

সাপ্তাহিক মিটিং এ নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সদস্যদের সঞ্চয় সংগ্রহ, ঋণের কিস্তি আদায়, সদস্য ভর্তি ও ঋণ প্রস্তাবনা, সঞ্চয় ফেরতসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। দলীয় কাজে অংশগ্রহনের ফলে অগ্রগামী নারী সদস্যদের মাঝে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ইউপি'র সেবা, সামাজিক অন্যায়-ন্যায্যতা প্রভৃতি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটে এবং নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতা গড়ে ওঠে।

সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালু কণা বিন্দু বিন্দু জল, সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে এ কথাটি চরম সত্য। আয়-ব্যয়-সঞ্চয় এই শব্দগুলো অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত হলেও এগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা যে আয় করি, পাশাপাশি তা খরচও করি। আমাদের চাহিদার শেষ নেই। এক প্রয়োজন পূরণ হতেই নতুন আরও অনেক প্রয়োজন জীবনে এসে হাজির হয়। ফলে প্রতিনিয়তই ব্যয় হচ্ছে কিন্তু আমরা অনেকেই সঞ্চয় করি না বা করার কোন পরিকল্পনা হাতে রাখি না। আর সময় মতো সঞ্চয় না করলে, ভবিষ্যত অনেক সময় আমাদের কাছে অন্ধকার মনে হয়। অনেকে বিগত করোনা মহামারীর মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চিত জমানো টাকা খরচ করেছে। এটা বিপদের বন্ধুর মতো কাজ করেছে, মনে হয় যেন বিপদের সময় যক্ষের ধন, বিপদের অতি আপনজন। আসলে সঞ্চয় ভবিষ্যতে এ ধরনের যেকোন বিপদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিপদের সময় আপনজন দূরে সরে যেতে পারে, অতি আপনজন ধার দিতে কুণ্ঠাবোধ করতে পারে, কিন্তু সঞ্চয় বিশ্বস্ত বন্ধুর ভূমিকা পালন করবে। সঞ্চয় হচ্ছে ভবিষ্যতের মাপকাঠি, স্বপ্নের সিড়ি ও চরম বিপদের বন্ধু। ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে অবসরকালীন সময়ে আরাম আয়েশ করা, ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া, বিয়ে শাদি, হঠাৎ অসুস্থ হলে চিকিৎসা ব্যয় মিটানো ইত্যাদি নানা প্রয়োজনে সঞ্চয় খুব উপকারে আসে। তাই ভবিষ্যতে অর্থের সংকট মেটাতে সকলের সঞ্চয় করার অভ্যাস করা জরুরী। কালকের কথা চিন্তা না করে আজ থেকেই অল্প অল্প সঞ্চয় করা উচিৎ। হতে পারে সেটা মাটির ব্যাংক, সমিতি, বেসরকারি সংস্থা বা কোন তফসিলি ব্যাংক।

আয় ব্যয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সঞ্চয়ের গুরত্ব অনুধাবন করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। একটি সঠিক এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকে মনে মনে প্রতিদিনই আওড়াতে থাকলে নিজ মনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা স্মরণ করে দিবে। সঞ্চয়ের জন্য ভবিষ্যত এবং বর্তমান জীবনের একটি সঠিক পরিকল্পনার সমন্বয় করতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সঞ্চয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। জীবনে আমরা অনেকেই অনেক বেশি অপ্রয়োজনীয় কাজ করে থাকি যেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে না করলে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। এই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কাজ যেমন অযথা শপিং করা, কোথাও ঘুরতে যাওয়া, অযথা কাউকে উপহার দেয়া বা খাওয়ানো এগুলো ত্যাগ করতে হবে। এর ফলে যেকারও সঞ্চয়ের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে যেতে পারে। জীবনের প্রথম আয় থেকেই সঞ্চয় শুরু করা উচিৎ। একজন লোক যত বেশি মিতব্যয়ী হবে, তার সঞ্চয়ের পরিমাণও তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। তবে মিতব্যয়ীতার অর্থ কৃপণতা নয়। সকল ধরনের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও বিলাসিতা নিয়ন্ত্রণ করেই সঞ্চয় করা উচিৎ। এজন্য উৎপাদন ও আয় বাড়াতে সদা সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমানে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সঞ্চয় প্রবণতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সঞ্চয় করার জন্য প্রয়োজন সুপ্ত আগ্রহ বা ইচ্ছা। সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরত্ব তাদের কাছে তুলে ধরা দরকার। সঞ্চয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় অত্র প্রতিষ্ঠান নতুন নতুন স্কিম হাতে নিয়ে সঞ্চয়কে একীভূত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যাতে করে সদস্যগণ ইচ্ছা করলেই সঞ্চয় করতে পারে। আয় থেকে নির্ধারিত ব্যয় বাদ দিয়ে সঞ্চয় করতে হবে। ফিক্সড ডিপোজিট করতে পারলে অর্থ সঞ্চয়ও করার পাশাপাশি অতিরিক্ত মুনাফাও অর্জন করা যায়। সঞ্চয়কৃত মুনাফার টাকা বিশেষ প্রয়োজনে খরচ করা যেতে পারে। দৈনন্দিন জীবনে নানা প্রয়োজনে টাকা খরচ করতেই হবে। এক্ষেত্রে যদি একটু সাবধান হওয়া যায় তবেই ব্যক্তিগত জীবনে সমৃদ্ধি চলে আসে। মিতব্যয়িতা জীবনের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতে শতভাগ সফল একটি পদ্ধতি। সংসারের প্রয়োজন মিটিয়ে সঞ্চয় করে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বাঁচার পথ তৈরি করা উচিত। এ জন্য প্রতিমাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সঞ্চয়ে রাখা যেতে পারে।

ভবিষ্যতের স্বপ্নের সিড়ি বাস্তবায়নের জন্য জীবনে সকলকে সাধ্যমত সঞ্চয় করা উচিৎ। এজন্য সঞ্চয়কে বলা হয় ভবিষ্যতের সবচেয়ে ভাল বন্ধু ও উত্তম বিনিয়োগ। সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু গড়ে তোলে মহাসিন্ধু। বর্তমানে সঞ্চয় ঋণ কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে সংস্থার Sustainability ক্রমান্বয়ে বাড়তে ভূমিকা রাখছে এবং বিতরণকৃত ঋণের ঝুঁকি হ্রাস করে প্রতিষ্ঠানের Cost of Fund কমাতে সহায়তা করছে। সংস্থা তার সঞ্চয় কার্যক্রমটি সফলতার সাথে পরিচালিত করছে মূলত: টার্গেট গ্রুপ সদস্যদের নিরবিচ্ছিন্নভাবে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে। তা হলো-১। তাদের সর্বোত্তম সেবা দেয়ার মানসিকতায়। ২। সদস্যদের সঞ্চয় তহবিলের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধান। ৩। যে কোন সময় চাহিদানুযায়ী সঞ্চয় উত্তোলনে সুযোগ দেয়া।

সিটিডাব্লিউ এর সঞ্চয় কার্যক্রমের উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো–

- নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয়
- মাসিক মেয়াদী সঞ্চয় (এলটিডিএস)

নিয়মিত সাপ্তাহিক ও মাসিক সঞ্চয়

কাম টু ওয়ার্কের সমিতিভুক্ত সকল সদস্যগণ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় করে থাকেন। ঋণী সদস্যদের অবশ্যই ঋণ গ্রহনের পূর্বে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করা বাধ্যতামূলক। ঋণী ছাড়া সঞ্চয়ী সদস্যগনকেও নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করতে হয়। সদস্যদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন হার বুনিয়াদ, জাগরণ এবং অগ্রসর কম্পোনেন্টে =৫০/- থেকে ১০০/- টাকা। মাসিক কিস্তি প্রদানের সাথে অবশ্যই মাসিকভাবে নির্ধারিত হারে সঞ্চয় জমা করতে হয়। সদস্যদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে মাসিক সঞ্চয়ের সর্বনিম্ন হার অগ্রসর কম্পোনেন্টে =৩০০/- থেকে ৫০০/- টাকা। যা সদস্য ওয়ারী আদায় করে ব্যক্তিগত পাশবইয়ে পোষ্টিং দেয়া হয়। প্রতিদিন সদস্যদের নিকট থেকে আদায়কৃত সঞ্চয় যথা নিয়মে ব্যাংকে জমা করা হয়। প্রতি বছর জুন মাসের শেষে এমআরএ'র বিধিমালা অনুযায়ী জমাকৃত সঞ্চয়ের সাথে সর্বোচ্চ ৬% লভ্যাংশ প্রদান করা হয়, যা যথানিয়মে সদস্যদের পাশ বইয়ে তুলে দেয়া হয়। কোন সদস্য প্রয়োজন হলে নিয়মানুযায়ী তার সঞ্চয় উত্তোলন করতে পারেন।

মাসিক মেয়াদী সঞ্চয়-(এলটিডিএস)

নিয়মিত সঞ্চয়ের পাশাপাশি সদস্যদের ভবিষ্যত উন্নয়নের কথা বিবেচনায় নিয়ে নির্ধারিত মেয়াদের ভিত্তিতে অত্র সংস্থা এলটিডিএস বা মেয়াদী সঞ্চয় সংগ্রহ করে। সঞ্চয়ী এবং ঋণ গ্রহনকারী উভয় সদস্যদের জন্য মাসিক ১০০/- টাকা থেকে ৫০০০/- টাকা পর্যন্ত মেয়াদী সঞ্চয় জমার ব্যবস্থা রয়েছে। সদস্যদের সামর্থ অনুযায়ী এটি যে কোন সময়ে, যে কোন পরিমান টাকা নির্দিষ্ট মেয়াদে জমা করা যায়। সর্বনিম্ন ৩ বছর থেকে ১০ মেয়াদী এই সঞ্চয় জমা করা হয়ে থাকে। জমাকৃত সঞ্চয়ে নির্ধারিত হারে মেয়াদ শেষে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকা উত্তোলন করা যাবে। জুন/২৩ইং পর্যন্ত মেয়াদী আমানতকারী সদস্য সংখ্যা ৬১৫জন এবং বর্তমানে তাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১৩.৮৭ মিলিয়ন টাকা।

Table 01 : Savings Deposits , Withdrawals and Net Balance as on June 30, 2023

Financial Year	Yearly		Net Balance	Increased
	Deposit	Withdrawals		
	Million BDT			
2018-19	51.64	48.42	71.25	6.69
2019-20	46.09	40.29	81.04	9.79
2020-21	45.95	42.05	89.14	8.10
2021-22	61.27	50.52	104.58	15.44
2022-23	72.75	68.60	114.13	9.55

এক নজরে মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম (এমএফপি)'র তহবিল উৎস ও বর্তমান অবস্থা -জুন, ২০২৩ইং

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ২০১০ইং সাল থেকে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় ১৩টি ব্রাঞ্চ অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পিকেএসএফ'র কাছ থেকে জাগরণ খাতে ৪০,০০০,০০০/- টাকা, অগ্রসর খাতে ২০,০০০,০০০/- টাকা, বুনিয়াদ খাতে ২,৫০০,০০০/- টাকা, সুফলন খাতে ৭,৫০০,০০০/- টাকা, অর্থবছরে সর্বমোট ৭০,০০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) হতে এ যাবৎ মোট ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে ৩৬৬,৫০০,০০০/-টাকা এবং পরিশোধ করা হয়েছে ২৬১,৫৩৩,৩৩৭/- টাকা এবং পিকেএসএফ'র বর্তমান স্থিতি ১০৪,৯৬৬,৬৬৩/- টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রোণোদনা প্যাকেজের আওতায় বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ) হতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প (সিএমএসএমই) খাতে চলতি অর্থবছরে ৫,০০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়, এযাবৎ ১০,০০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করা হয় এবং এযাবৎ পরিশোধ করা হয় ৩,৪৯৯,৯৯৮/-টাকা, বিএনএফ এর পাওনা ৬,৫০০,০০২/- টাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ফান্ড হতে ২০০টি বাড়ী নির্মাণের জন্য ২.৬০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর হয়, এর মধ্যে ৫০টি বাড়ী নির্মাণের জন্য ৬,৫০০,০০০/- টাকা ফান্ড প্রাপ্ত হয়।

অর্থবছরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহযোগিতায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্মএলাকার ৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ৭২,০০০/-টাকা এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রাম হতে সামাজিক কার্যক্রমে ব্যয় করা হয় ৫২,১১৭/- টাকা।

জুন, ২০২৩ শেষে ৮৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে ৩টি জেলা, ১২টি উপজেলা, ৭০টি ইউনিয়ন, ৩৫১টি গ্রাম, ৩টি এরিয়া অফিসের মাধ্যমে ১৩টি ব্রাঞ্চ অফিসে ৯৪০টি সমিতি, ১৬,৩৮০ জন সদস্য, ১৩,৬৫৪ জন ঋণী সদস্য নিয়ে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। ২০২২-২০২৩ শেষে সংস্থার সর্বমোট ঋণস্থিতি (আসল) = ৩৪,৪৩,৯৮,২৬৩/- টাকা ও সঞ্চয় স্থিতি সর্বমোট ১১,৪১,৩২,২৯৭/- টাকা এবং আদায়ের হার ৯৭.৮৫%।

নারীর ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্রঋণ

উন্নয়ন অর্থনীতি অনুসারে ক্ষমতায়ন হলো নারীদের কৌশলগত জীবনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। যা তারা আগে তাদের লিঙ্গের কারণে করতে পারেনি। পৃথক পছন্দ অনুশীলন করার ক্ষমতা তিনটি আন্তঃসম্পর্কিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে যেমন- সম্পদ, সংস্থা এবং কৃতিত্ব/অর্জন ইত্যাদি। 'সম্পদ' শব্দটি শারীরিক, মানবিক ও সামাজিক সম্পদের প্রত্যাশা এবং বরাদ্দকে বোঝায়। নারীর অর্জনগুলো নারীর ক্ষমতায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশ্বব্যাপী টেকসই উন্নয়নের জন্য নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। ক্ষুদ্রঋণ সেবা নারী ও তাদের পরিবারকে ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করার এক গুরুত্বপূর্ণ উপায়। নারীর ক্ষমতায়ন ব্যক্তিগত, যুক্তিবাদী এবং সামাজিক রূপ নিতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীর মধ্যে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক ভাল এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারীদের হারও অনেক বেশি। নারীদের গতিশীলতা, কেনাকাটা করার ক্ষমতা এবং গুরুত্বপূর্ণ পারিবারিক সিদ্ধান্ত আইনী ও প্রশাসনিক সচেতনতা এবং জনগণের বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ, সবই বেগবান হয় যখন নারীরা গ্রামীণ অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করে। মহিলারা ক্রেডিট প্রোগ্রামে অংশ নেন তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন এবং পারিবারিক এবং সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পর্কে বেশি সচেতন হয়। ক্ষুদ্রঋণ নিম্ন আয়ের পরিবারের মহিলাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। বিশ্বের দরিদ্রদের প্রায় ৭০ শতাংশ নারী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, বিশ্বজুড়ে দেশ, পরিবার এবং সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য কর্মশক্তিতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও নারীরা গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ পাওয়া যায়। যা পরিমিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে। দরিদ্রতম মানুষের জন্য বিশেষ করে মহিলাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ সবচেয়ে দর্শনীয় দারিদ্র্য কমানোর হাতিয়ার। এছাড়াও ক্ষুদ্রঋণ রাজস্ব উৎপন্ন, খাদ্য সরবরাহ সংরক্ষণ, মানব পুঁজির উন্নয়ন এবং বিশ্বব্যাপী নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কার্যকরী হাতিয়ার। দরিদ্রদের জন্য একটি ঋণ সুবিধা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দারিদ্র্য হ্রাস করার জন্য একটি মূল্যবান উপায় হতে পারে। মহিলা ঋণগ্রহীতাদের পুরুষদের তুলনায় ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারীর ভাল গ্রাহক বলে বিশ্বাস করা হয়। কারণ, ক্ষুদ্রঋণে মহিলাদের এ্যাক্সেসের আরও গ্রহণযোগ্য উন্নতির প্রভাব রয়েছে। মহিলারা সাধারণত পুরুষদের তুলনায় মৌলিক চাহিদার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে। কিছু গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব নারী ঋণ প্রত্যাখান করেছেন বা ঋণের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে তাদের মধ্যে গার্হস্থ্য সহিংসতা বেড়েছে। তদুপরি আর্থিকভাবে সুস্থ থাকা বঞ্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন বিধিনিষেধ কমিয়ে বা হ্রাস করে গ্রামীণ অর্থায়ন একজন নারী উদ্যোক্তার কার্যকারিতাকে সহায়তা করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ নারী উদ্যোক্তাদের উন্নতি ও বিকাশে সহায়তা করার জন্য একটি মূল্যবান হাতিয়ার হতে পারে। দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান এবং উপার্জন বৃদ্ধির পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে গ্রামীণ প্রবৃদ্ধি। উচ্চমানব উন্নয়নের দেশগুলোতে এই ব্যবধানটি ছোট, যা ৩ শতাংশের সমান। গবেষণা অনুযায়ী, ক্ষুদ্রঋণ সেবায় অংশগ্রহণকারী নারীদের জীবনে একটি অনুকূল প্রভাব পড়ে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে তাদের অংশগ্রহণের কারণে গ্রাহকদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা হিসেবে দেখা হয়। ক্ষুদ্রঋণে অংশগ্রহণকারী নারীরা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্ষমতায়িত হয়েছে। দরিদ্র মহিলা ও তাদের পরিবারগুলো তাদের দৈনন্দিন চাহিদাগুলো আরও ভালভাবে পূরণ করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী মহিলারা তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুবিধা প্রদান করে। কারণ, বাস্তবায়নকারীরা তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান সরবরাহ করে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে অংশগ্রহণকারী নারীদের শিক্ষা অর্জনে সহায়তা করে। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ দরিদ্র নারীদের সম্পদে প্রবেশাধিকার উন্নত করে। যাতে তারা মালিক হতে পারে এবং তাদের পুরুষ প্রতিপক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ব্যবহার করতে পারে।

কৃষিতে মাইক্রোফাইন্যান্স

মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচির ঋণগ্রহীতাদের অনেকেই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কৃষিভিত্তিক কর্মকান্ডে সহায়তা করার লক্ষ্যে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্মএলাকার বর্গাচাষি এবং জমি আছে এমন কৃষকদের আর্থিক সেবা প্রদান করে। এ ছাড়াও এই কর্মসূচি সঞ্চয় ও কৃষি সম্প্রসারণসহ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উচ্চমূল্যের শস্যের চাষ ও যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদে সহায়তা করে। সমন্বিত ও ব্যাপকভাবে সকল স্তরে কৃষি প্রযুক্তি গ্রহন এবং কৃষিযন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে আবিস্কৃত নতুন ধরনের বীজ, চারা এবং শষ্যের চাষ বাড়ালে কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য চলে আসবে।

কৃষি সেক্টরের মধ্যে বৃহৎ সেক্টর হলো ফসল বা শস্য চাষ। বছর ব্যাপী মৌসুম ভিত্তিক নানা অর্থকরী ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপনন এর কাজ করে কর্ম এলাকার মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বৃহত্তর পরিসরে এখনো দেশে কৃষিই সর্বাধিক কর্মসংস্থানের উৎস। কার্যকর রাজস্ব আয় কৃষি সেক্টর থেকেই যোগান আসে। কৃষিতে বছরব্যাপী আরও অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন না হওয়ার প্রেক্ষিতে এই সেক্টরে কর্মরত বিপুল সংখ্যক মানুষ জীবিকার তাগিদে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে স্থানান্তর হয়ে থাকে আর এটি কৃষির উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফসল/শস্য সেক্টর মানব সভ্যতার উন্নয়ন কৃষি কর্মকাণ্ডের হাত ধরেই সূচিত হয়। এই খাতটি আবহমান কাল থেকে খাদ্য-পুষ্টি ও বিভিন্ন শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করে যাচ্ছে।

অর্থনীতির মৌলিক এই খাতের ওপর দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা নির্ভরশীল। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র মাইক্রো ফিন্যান্স কার্যক্রম এর অধিকাংশ এলাকাই হচ্ছে কৃষি নির্ভর। এলাকার প্রধান অর্থনৈতিক কাজই হলো কৃষি। কৃষিকে কেন্দ্র করেই সারাবছর চলে কর্ম এলাকার অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। শস্য ভান্ডার হিসাবে খ্যাত উত্তারাঞ্চলের দিনাজপুর ও রংপুর এর গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তিই কৃষি সম্পর্কিত। কৃষিকে ঘিরেই এখানকার মানুষের জীবন ও জীবিকা চলমান।

এছাড়া উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করনে গরীব কৃষকদের ভ্যালু-চেইন পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রয়ের জন্য সরকারী সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া সার, সেচ, কীটনাশক এবং বীজ ক্রয়ে সরকারী ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু রাখা। ফসলের বহুমূখীকরণ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন এবং সকল পর্যায়ের কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।

কার্যকরীভাবে গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টারগুলির বা হাব-ভিত্তিক ক্রয় কেন্দ্রগুলির অবকাঠামোগত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার প্রয়োজন। এছাড়া কৃষি উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপনন কাজে জড়িত কৃষকদের পুঁজি সংকট মেটাতে অত্র সংস্থা সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রদান করেন।

তবে দেশে শুধু বাম্পার ফলন বা উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দরিদ্র এবং মাঝারি কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার আশা করেন না। এদেশে যখন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তখন কৃষি পণ্যের মূল্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পায় যা দরিদ্র কৃষকদের হাঁসি কান্নাতে রূপ নেয়। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য না পেলে কৃষকরা কৃষিতে বিনিয়োগ তথা অধিক উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এজন্য দরিদ্র ও মাঝারি যুবক শ্রেণীর কৃষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতার খুবই প্রয়োজন।

মৎস্য চাষ

নদী, খাল, পুকুর, ডোবা এবং জলাশয়ের দেশ বাংলাদেশ। মৎস্য এদেশের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জীবিকা নির্বাহ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, আমিষের চাহিদা পূরণে মৎস্য চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। দেশের খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অব্যাহত রাখাসহ আমিষের চাহিদা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অন্যান্য খাতের পাশাপাশি মৎস্য খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি বা গতিশীলতা প্রয়োজন। পুকুর জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক গতি সঞ্চারণের ক্ষেত্রে এ খাতের অপার সম্ভাবনাকে উন্মোচন করণের লক্ষ্যে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) কাজ করে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মসূচির কর্মকাণ্ড অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে চলছে।

চাষিগণ সংস্থার ঋণ পরিষেবা গ্রহণ করে মৎস্যক্ষেত্রে উপযোগ ও আয়বর্ধন করে চলছে। তারা বিদ্যমান সম্পদ ও সুযোগ কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র কর্ম এলাকার মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের আওতায় এলাকার দরিদ্র এবং মাঝারি মৎস্যচাষী সংগঠিত করে মৎস্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শের পাশাপাশি সারা বছরব্যাপী মাছ চাষ, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপননে ঋণ প্রদান অব্যাহত রেখেছে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর ইতিবাচক উন্নয়ন ও আয়বর্ধনে অত্র সংস্থা মৎস্যচাষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এজন্য প্রতিটি ব্রাঞ্চের প্রতিটি কর্মী পর্যায়ে মৎস্যচাষে সম্পৃক্ত উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দিয়ে এই সেক্টরে ঋণ প্রদান উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি করেছে। বিশ্ব খাদ্য-ভাণ্ডারে মৎস্য অন্যতম অনুষঙ্গ। মাছ মানবজাতির বিশুদ্ধ আমিষের উৎস। উন্নয়ন প্রেক্ষাপটে মৎস্য কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব অপরিমেয়। অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃজন, পুষ্টি পরিতোষণে মৎস্যচাষ কার্যক্রম অন্যতম মৌলিক খাত। আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি বৃহৎ অংশ মৎস্যচাষ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে জড়িত। এই খাতে সম্পদ ও সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু কারিগরি জ্ঞান ও মূলধনের রয়েছে অপ্রতুলতা। বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সংস্থা শুরু থেকে উদ্ভাবনী ও কল্যাণবর্ধন চেতনায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ২০১৯ সালে বিশ্বে মৎস্য উৎপাদনবৃদ্ধিতে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। স্বাধীনতা উত্তর বাংলদেশের এটি একটি বিশাল অর্জন। এ সেক্টরে মৎস্য চাষ, আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপননে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিবছর এই খাত থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় সহ দেশজ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মানুষ মৎস্য চাষে জড়িত থাকায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে মৎস্য সেক্টর বিপুল অবদান রাখছে। মৎস্য চাষে জড়িত দরিদ্র, মাঝারি উৎপাদকের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি বিরাট অংশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা মিটছে।

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ সংস্থার সমগ্র কর্মএলাকায় দলীয় সদস্যগণের চাহিদা অনুযায়ী এ খাতে ঋণ প্রদান চলমান রয়েছে। সদস্যগণ আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর পদ্ধতিতে মাছচাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে। পুকুরে কার্প, মলা ও মনোসেক্স তেলাপিয়া মাছের মিশ্রচাষ, কার্প ও গলদা চিংড়ির মিশ্রচাষ, উন্নত ব্যবস্থাপনায় দেশি শিং, মাগুর, ট্যাংরা, পাবদা, গুলশা ও কার্প জাতীয় মাছের মিশ্রচাষ, কৈ মাছের চাষ, মাছের মিশ্রচাষ করা হয়।

লাইফ স্টোক ও পোল্ট্রি সেক্টর

কৃষি প্রধান দেশ হিসাবে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কম-বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। যদিও বর্তমানে হাল চাষের কাজ কলের লাঙ্গল দিয়ে করা হয় । তবুও গ্রাম-বাংলার জনপদে কৃষির বেশির ভাগ কাজেই গবাদি পশু ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। গ্রাম এলাকায় কৃষকেরা বিভিন্ন প্রয়োজনে গরু পালন করে থাকে। হাল চাষের কাজে না হয় তো দুধের গরু হিসাবে এদের পালন করে থাকে। তবে দেশে গবাদিপশু পালন ক্রমানয়ে কমতে শুরু করেছে। আর গরুর সংখ্যা কমার প্রধান কারণ হলো গো-খাদ্যের অভাব। গো-খাদ্যের মধ্যে কাঁচা ঘাসের অভাব খুবই প্রকট। এই কাঁচা ঘাসের সরবরাহ ত্বরান্বিত করতে না পারলে আগামীতে গবাদি পশু পালন হুমকির সম্মুখীন হবে বলে মনে করা হয় ।

এক তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ৩২.৫ মিলি দুধ খায় (উৎসঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬)। অথচ বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার হিসাব অনুযায়ী একজন মানুষের দৈনিক ২০০ মিলি দুধ খাওয়া প্রয়োজন। এই বিশ্লেষণ থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষ দৈনিক মাথাপিছু গড়ে অতি নগণ্য পরিমাণে দুধ পান করে থাকে। দেশে গুঁড়া দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য আমদানিতে বছরে প্রায় ৪০০-৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বাংলাদেশের শিশুরা যে গুঁড়া দুধ খায় তা যে আসলে কি এ নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে বিতর্ক রয়েছে। মায়ের দুধ ৪ মাস বয়স থেকে শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত হয় না। তাই পুষ্টিবিদরা ৪ মাস বয়সের পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুদেরকে গরুর তরল বিশুদ্ধ দুধ খাওয়াতে বলে থাকেন। কিন্তু গরুর তরল দুধের অপ্রতুলতায় শিশুরা তা পায় না বললেই চলে। ফলে শিশুরা গুঁড়া দুধ বা অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য খেতে বাধ্য হচ্ছে। এই গুঁড়া দুধ বা দুগ্ধজাত পণ্য খেয়ে আমাদের শিশুদের শারীরিক-মানসিক বিকাশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। আগামী প্রজন্ম পুষ্টিহীন ও দূর্বল হয়েছে বেড়ে উঠছে।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় আমাদেরকে দুধ উৎপাদন বাড়াতে হবে। দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবাদি পশুর জাত উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জাতের উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্য চাহিদাপূরণ দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ।

এ দেশে গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ আমাদের মাংসের চাহিদা প্রচুর, উৎপাদন কম। এছাড়া গবাদিপশু মোটাতাজাকরণের সাথে কর্মসংস্থান, গোবর উৎপাদন, চামড়া উৎপাদন, পরিবেশ উন্নয়ন এসব নানা কিছু জড়িত। একটি কথা তো সর্বজন স্বীকৃত যে প্রতি বছর কোরবানি ঈদের সময় এদেশে প্রায় ৪০-৫০ লাখ গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া কোরবানি করতে হয়। এ সংখ্যার ৭০% গরু। সুতরাং কোরবানি উপলক্ষে গরিষ্টসংখ্যক গবাদিপশু মোটাতাজা করতে হয়। কাজটি নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গবাদিপশু মোটাতাজাকরণ এ দেশের উল্লেখযোগ্য মানুষের নিয়মিত কর্মসংস্থান। এরা বছরব্যাপী আমাদের মাংস সরবরাহে সহায়তা করে। এছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে গরু আমদানি নিষিদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং দেশে গো মাংসের চাহিদা পূরণে গবাদিপশু মোটাতাজাকরণের কোনো বিকল্প আর নেই।

সফল কেইস স্ট্যাডি

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন "পৃথিবীতে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর" সত্যিই তাই নারী ও পুরুষ একে অপরের সহযোগিতায় একটি সংসার উন্নয়নের চরম শিখরে পৌঁছাতে পারে তার একটি বাস্তব উদাহরণ মোছা: মনিয়ারা ও মো: ডালিম দম্পত্তি। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পার্বতীপুর উপজেলার ৬নং মোমিনপুর ইউনিয়ন পরিষদের ভালুকডাঙ্গার স্থায়ী বাসিন্দা মোছা: মনিয়ারা ও মো: ডালিম দম্পত্তি। পরিবারের ছোট সন্তান হওয়ায় মো: ডালিম বাবা, মা, স্ত্রী সন্তানদের দায়িত্ব নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল। একমুখী আয় দিয়ে সংসার চালাতে গিয়ে জীবন যাপন করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। স্বামী স্ত্রী মিলে চিন্তা করতে লাগেন কি করে সংসারের আয় বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু তাদের হাতে নেই কোন টাকা, এমতাবস্থায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) যশাইহাট শাখার ভালুকডাঙ্গার মহিলা সমিতির খোঁজ পায়। স্ত্রী মনিয়ারা বেগমকে উক্ত সমিতিতে সদস্য হিসাবে ভর্তি করে দিয়ে প্রথম দফায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের টাকা দিয়ে প্রথমে একটি ব্রয়লার মুরগী ও কাটা মুরগীর মাংস বিক্রয়ের দোকান শুরু করেন। ব্রয়লার মুরগী বিক্রয়ের পাশাপাশি ব্রয়লার মুরগীর ফার্ম দেবার কথা চিন্তা করার পাশাপাশি বিভিন্ন ফার্মার এর কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেন। ২য় দফায় তিনি ১৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে একটি ব্রয়লার মুরগীর সেড তৈরী করেন। ব্রয়লার এর বাচ্চা বিক্রয়ের ডিলারের সাথে কথা বলে স্বল্প পরিমাণ টাকা জমা দিয়ে ৫০০ শত ব্রয়লারের বাচ্চা নিয়ে শুরু করেন তার ব্যবসা। তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। ব্রয়লার মুরগীর ব্যবসা লাভজনক হওয়ায় স্বল্প পরিমাণ টাকা খাদ্য বিক্রয়ের কোম্পানীতে জমা দিয়ে মুরগীর খাদ্যের ডিলাশীপ নেন। দিন দিন তাদের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। পঞ্চম দফায় ৫০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরেকটি লেয়ার মুরগীর শেড তৈরী করেন এবং ৩০০০ (তিন হাজার) পিচ লেয়ার তুলেছেন। বর্তমানে ৩০০০ হাজার পিচ লেয়ার মুরগী থেকে প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ পিচ ডিম উত্তোলন করে স্থানীয় খুচরা পাইকারদের কাছে বিক্রয় করেন। ব্রয়লার মুরগীর সাপ্লাইয়ার হিসাবে তার নিজস্ব পিক-আপ ভ্যানে করে বিভিন্ন বাজারে দোকানদারদের ব্রয়লার মুরগী সাপ্লাই দেন। পাশাপাশি ছোট পরিসরে একটি গরুর খামার তৈরী করেছেন, গরুর সংখ্যা ৪টি। ব্যবসার লভ্যাংশের টাকা দিয়ে নিজ নামে ৩ বিঘা জমি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে তারা অত্র সংস্থা হতে ৭ম দফায় ১০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন। সংস্থায় তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের পরিমাণ- ১৭৫,০০০/- টাকা, ডিপিএস- ২৯,৫০০/-টাকা। মাছা: মনিয়ারা ও মো: ডালিম দম্পত্তি মনে করেন ঋণ নিয়ে মানুষ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলেই শতভাগ সফলতা আসবে। সঠিক সময়ে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'র সহযোগিতা না পেলে এতো কিছু করা সম্ভব ছিল না। তাই কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)'কে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

সুফলন (কৃষিভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি):

সুফলন ঋণ কার্যক্রম ৩টি জেলার ১৩টি শাখায় বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। এই ঋণ সেই সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে প্রদান করা হয় যারা সরাসরি কৃষি কাজের সাথে সম্পৃক্ত বা কৃষিকে পেশা হিসাবে নিয়েছে। সুফলন ঋণ মৌসুম ভেদে বিভিন্ন কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম বা সেক্টরে বিতরণ করা হয়ে থাকে যেমন- শস্য, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য সম্পদ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি যন্ত্রপাতি, বিশেষায়িত কৃষি (ধান, গম আলু, ভুট্টা, লিচু, কলা চাষ) ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ৬০,০০০/-(ষাট হাজার) টাকা।

'বুনিয়াদ' ঋণ কার্যক্রম:

'বুনিয়াদ' ঋণ কার্যক্রম ৩টি জেলার ১৩টি শাখায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। মূলত অতিদরিদ্র মানুষকে উন্নয়নের মূলশ্রত ধারায় নিয়ে আসার জন্য এটি একটি নমনীয় ঋণ কার্যক্রম। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো নমনীয় ঋণ, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনাকালীণ ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা সহায়তা বৃত্তি, পুষ্টি সহায়তা, আইজিএ ইনপুট সহায়তা, আইজিএ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অন্যান্য সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ঋণ প্রদান করা। মূলত উপকারভোগীগণ আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নে সক্ষমতা অর্জন করেন। এই খাতে ঋণ বিতরণের পরিসীমা ৩০,০০০ টাকা।

মাইক্রোফিন্যান্সে অগ্রসর ধানের অগ্রযাত্রা

অগ্রসর/এসএমই ঋণ একটি সম্ভাবনাময় খাত। ক্ষুদ্র ঋণের সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাই হয়ে থাকেন অগ্রসর সদস্য। দুই ধরনের উদ্যোক্তা এসএমই পর্যায়ের সদস্য হয়ে থাকেন। একজন হলেন- দীর্ঘদিন উদ্যোক্তা হিসাবে তার কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছেন। তার উদ্যোগটির লাভজনক ভাবে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। পাশাপাশি কিছু মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। উদ্যোগের আরও সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এরূপ উদ্যোক্তা। আর একজন হলেন- দীর্ঘদিন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসাবে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে সফলতার সাথে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছেন। উদ্যোগের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে, ক্ষুদ্র থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে মাঝারী উদ্যোক্তা হিসেবে সফল হয়েছেন। এর পর মাঝারি উদ্যোক্তা হিসাবে আরও সমৃদ্ধ হয়ে এসএমই পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। অর্থাৎ ক্ষুদ্রঋণের সফল আপগ্রেড- গ্রাজুয়েট সদস্যই হলো এসএমই/ মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ/ অগ্রসর ঋণের সদস্য। সর্বোপরি ক্ষুদ্রঋণের সদস্য হয়ে কর্মকান্ড পরিচালনার কয়েক বছরের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ব্যবসার প্রবৃদ্ধি, আর্থিক সক্ষমতা অর্জনকারী হিসাবে ঝুঁকি গ্রহণের মানসিকতা সম্পন্ন উদ্যোক্তা পরিণত হন এসএমই-এন্টারপ্রাইজ-অগ্রসর উদ্যোক্তায়। প্রতিষ্ঠানের মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মূল শক্তিই হয়ে থাকে এসএমই খাত। এসএমই প্রডাক্টের পোর্টফোলিওর পরিমাণ সংস্থার মোট পোর্টফোলিওর অর্ধেক হলে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম সন্তোজনক বলে ধরা হয়ে থাকে। সংস্থার কর্ম এলাকায় দীর্ঘদিন ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে অত্র অঞ্চল কৃষি নির্ভর হওয়ায় উৎপাদনমূখী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষুদ্র/ মাঝারি উদ্যোগ তেমন বিকশিত হয়নি। উৎপাদনমূখী উদ্যোগের মধ্যে ফসল/ শস্য, লাইভষ্টক এবং মৎস্য খাত বাস্তবায়নকারী বেশী দেখা যায়। ঝুঁকি কম এবং পরিচালনা সহজ হওয়ায় সেবা ও ব্যবসা অত্র অঞ্চলের বেশিরভাগ উদ্যোক্তার প্রথম পছন্দ। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) তার মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকার উদ্যোক্তাদের সংগঠিত করে উৎপাদনমূখী/ সেবামুলক কৃষি ও অকৃষি বিভিন্ন খাতে উন্নয়নের জন্য এসএমই বা অগ্রসর প্রকল্পে ঋণ বিতরণ অব্যাহত রেখেছে। এজন্য প্রতিটি ব্রাঞ্চের প্রতিটি কর্মী উদ্যোক্তাদের সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়ে সহায়তার কাজ করে চলেছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে এসএমই-অগ্রসর প্রডাক্টে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ হলো ১০২.৫৫ মিলিয়ন টাকা। আর এই খাতে ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ এর পরিমাণ ৭১৭ মিলিয়ন টাকা।

সদস্য'র কল্যানে তহবিল

মাইক্রোফিন্যান্স কর্মসূচী পরিচালনায় সবসময়েই নানারকম বাধা-বিঘ্ন বা ঝুঁকি থেকে যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি হচ্ছে ঋণী বা অভিভাবকের আকস্মিক মৃত্যু। সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এই মৃত্যু ঋণীর পরিবারটিকে কঠিন ঝুঁকির মুখে ফেলে। ঋণীর মৃত্যুর ফলে পরিবারের আয় হটাৎ করে বন্ধ হওয়ার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা কমে যায় পড়ে এক অনিশ্চিত ঝুঁকির মধ্যে। তাঁর ঋণ ও সঞ্চয় ঝুঁকির মধ্যে পড়ার ফলে সে অর্থনৈতিক চাপে পড়ে। ঋণীর/ অভিভাবকের আকস্মিক মৃত্যু শুধুমাত্র ঋণীর পরিবারকেই ঝুঁকির মধ্যে ফেলে না ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্যও তহবিলের ক্ষতি হিসাবে তা বিরাট ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এই অনাকাঙ্খিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সংস্থা ও ঋণী দুই পক্ষের সুবিধার জন্যই জীবনের নিরাপত্তামূলক বিনিয়োগ জাতীয় নিরাপত্তা ফান্ড গঠন করে। তহবিলের নাম দেয়া হয় "Members Welfare Fund (MWF)" বা "সদস্য কল্যান তহবিল"। ঋণীর আকস্মিক মৃত্যু জনিত ঝুঁকিতে ঋণস্থিতি মওকুফের সুযোগ সৃষ্টির জন্য এই ফান্ডটি গঠিত।

MWF তহবিল কার্যক্রম সকলের যৌথ অবদানে দু-একজনের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া যায়। এমনই একটি ব্যবস্থা তহবিল। ভবিষ্যতের অনাগত ঝুঁকি লাঘবে নিশ্চিত অবলম্বন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে প্রশান্তি বয়ে আনে, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি উর্ধ্বমুখী হয়। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) প্রবর্তিত MWF তহবিল কার্যক্রম দলীয় সদস্যগণের মৃত্যুজনিত ঋণ ঝুঁকি নিরসন করে, জনকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ড গতিশীল হয়। ঋণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এই কার্যক্রমের সুবিধাভোগী। মাইক্রোফিন্যান্স প্রোগ্রামের সকল ঋণী সদস্য MWF এর আওতাভুক্ত হয়ে সুবিধাসমূহ পেয়ে আসছেন। ১৯৯৩ সাল থেকে MWF সাফল্যের সাথে প্রোগ্রামের ঋণীর আকস্মিক মৃত্যু জনিত সমস্যাগুলির সমাধান করে আসছে। MWF এর আওতাভুক্ত হতে ঋণ বিতরনের পূর্বে প্রতি ঋণীর হাজারে ১% হারে প্রিমিয়াম জমা করা হয়। MWF মেয়াদ ঋণ পরিশোধের সময়কাল ১ বছর কিংবা ৪৬ কিস্তি পর্যন্ত হয়ে থাকে। ঋণ পরিশোধের পর MWF মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। কোন ঋণী/ অভিভাবকের মৃত্যু হলে MWF তহবিল হতে তাৎক্ষণিক মৃত ব্যক্তির দাফন- কাফনের জন্য = ২০০০/- (দুই হাজার) টাকা পরিবারের সদস্যদের হাতে প্রদান করা হয় এবং মৃত্যুর দিন হতে ঋণীর/অভিভাবকের ঋণ মওকুফের ব্যবস্থা করা হয়। ঋণীর মৃত্যু ছাড়াও ঋণের বিনিয়োগকৃত প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্থ কিংবা নষ্ট হলে ঋণ পরিশোধে অক্ষম ওডি বকেয়াকারীর বকেয়া টাকা ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের আওতায় MWF হতে পরিশোধ করা হয়। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির জটিল কোন রোগে অক্ষম হয়ে যাওয়া, আকস্মিক দুর্ঘটনার স্বীকার সদস্য বা সদস্যর স্বামী ও ঋণ পরিশোধে সামর্থহীন বকেয়াকারীর বকেয়া টাকাও ক্ষতিগ্রস্থ প্রকল্পের আওতায় MWF হতে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে MWF তহবিলে ৫.৮১ মিলিয়ন টাকা জমা করা হয়েছে এবং তহবিল হতে ৭.১২ মিলিয়ন টাকা ক্ষতিগ্রস্থ ঋণী পরিবারে সহায়তা হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। অন্যদিকে MWF তহবিলের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১২.০৫ মিলিয়ন টাকা।

সামাজিক কার্যক্রম

শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে ২০০ জন শিশুর মাঝে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়। শীতের তীব্রতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অত্র সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর আর্থিক সহযোগিতায় এনআরবিসি ব্যাংক এর মাধ্যমে ২০০ পিস কম্বোল প্রাপ্ত হয়। এছাড়াও মিডল্যান্ড ব্যাংক লিমিটেড, প্রজেক্ট কম্বোল এর আর্থিক সহযোগিতায় ইউসিবিএল ব্যাংক লিমিটেড, সিডিএফ, এমএসএমই ফাউন্ডেশন, মিনিষ্টার হাই-টেক পার্ক ইলেক্ট্রোনিক্স লিমিটেড এর কাছ থেকে ১৬০টি কম্বোলসহ স্থানীয় ব্যক্তি উদ্যোক্তার আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ৮৮০ জন অসহায়, দুঃস্থ নারী ও পুরুষের মাঝে সংস্থার প্রধান কার্যালয়, যশাই হাট ব্রাঞ্চ, বড়পুকুরিয়া ব্রাঞ্চ, পার্বতীপুর ব্রাঞ্চ, তারাগঞ্জ ব্রাঞ্চ, কাজীর হাট ব্রাঞ্চ, চিরিরবন্দর ও রানীরবন্দর ব্রাঞ্চে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। প্রধান কার্যালয় শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব নাশিদ কায়সার রিয়াদ ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার জনাব তাপস রায়। পবিত্র ঈদ-উল ফিতর উপলক্ষে ৭৮জন আদিবাসি পরিবারের মাঝে সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়।

অটোমেশন কার্যক্রম

অটোমেশন কার্যক্রম সংস্থার শ্রম ও সময় হ্রাসে সহায়ক। তাৎক্ষণিক মানসম্পন্ন সেবা প্রদানে সংস্থার প্রতিটি শাখা, এরিয়া এবং প্রধান কার্যালয়ে অটোমেশন কার্যক্রম সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল-স্তরে কার্যক্রমটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কার্যক্রমের স্বীকৃতি-স্বরূপ সংস্থার হিসাব ও ব্যবস্থাপকীয় সকল তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য-প্রদান, মনিটরিং ও সুপারভিশন, কর্মী পরিচালনা, দ্রুত সেবা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সহজতর করেছে।

ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান সকল ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সহায়ক শক্তি। সেবামূলক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এর ব্যবহার আমূল সুবিধা বয়ে আনছে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) সর্বদাই তথ্য সংরক্ষণ ও আদান প্রদানে এই প্রযুক্তির ব্যবহার করে চলছে। বর্তমানে সংস্থায় হিসাব-নিকাশ (AIS: Accounting Information System) ও ব্যবস্থাপকীয় (MIS: Management Information System) তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণে গ্রামীণ কনিউকেশন এর জি-ব্যাংকার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি মূলত অন-লাইনভিত্তিক সফ্টওয়্যার। দ্রুত সেবা প্রদান, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও যোগাযোগ সহজতর করণে এই কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বিগত ২০০৭ সাল হতে অদ্যাবধি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করে আসছে। এর মধ্যে আদিবাসীদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য থাকার ৬৪টি ঘর তৈরী (পিলার ও টীন যুক্ত) ২টি গণ শৌচাগার তৈরী ও সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ প্রদান করে ২০টি সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এই প্রকল্পের সহযোগিতায় কর্ম এলাকার দরিদ্র ২০ জন বেকার যুবককে ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে জীবিকা অর্জনের জন্য ইলেকট্রিক্যাল ২০টি টুল্‌স বক্স প্রদান করা হয়। আয় বর্ধন প্রকল্প শেষে স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য কর্ম এলাকার ৪টি বাজারে গণ শৌচাগার নির্মাণ করা হয়। যেখানে হাজার হাজার লোক স্বাস্থ্য ঝুঁকি থেকে মুক্ত রয়েছে। গত ২০০৭ হতে জুন,২০১৯ ইং পর্যন্ত অত্র সংস্থা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন এর জন্য বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন সময় ২০,৭৫,০০০/-(বিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা গ্রহণ করে। গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলাধীন ২নং মন্মথপুর ইউনিয়নে ৪টি গ্রামে (খোড়াখাই, মন্মথপুর, নারায়নপুর ও দেউল) ছাগল পালন প্রকল্প বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় অত্র সংস্থা বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নেরজ ন্য সর্বমোট ২৭৫,০০০/- টাকার অনুদান কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন এর নিকট হতে গ্রহণ করে। কর্ম এলাকার ২০জন হতদরিদ্র/ বিধবা/ দরিদ্রপুরুষ/ নারীদের'কে ৩দিন ব্যাপী উপজেলা ভ্যাটেনারী চিকিৎসক দ্বারা প্রশিক্ষণ করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে জন প্রতি ২টি করে মোট ৪০টি ছাগল বিতরণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে ছাগল গুলোরস্বাস্থ্য পরিচর্যা করার নিমিত্তে পল্লী ভ্যাটেনারী চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা ও ঔষধ প্রদান করা হয়। অধিকাংশ অর্থাৎ ৯০% বাড়িতে ছাগল রয়েছে এবং বাচ্চা হয়েছে যার ফলে ৮০% উপকার ভোগীর নিজ বাড়িতে ছাগল পালন করে কিছু ছাগলের মালিক হয়েছেন। এ ছাড়াও তারা অর্থনৈতিক ভাবে উন্নতি করেছেন। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ঘর নির্মাণের জন্য অত্র সংস্থা ৩০০,০০০/- টাকা প্রাপ্ত হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে ৫টি গৃহহীন পরিবারকে একটি করে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন হতে প্রদত্ত ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বিশেষ বরাদ্দ ৫০০,০০০/- টাকা প্রাপ্ত হয়। জুন/২৩ মাস পর্যন্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে ১৮ জন উপকারভোগীর মাঝে সর্বমোট ১৮ টি টিনের তৈরী সেমি পাকা টয়লেট নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ শেষ করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য প্রকল্পটির মাধ্যমে ২০টি অসহায় পরিবারের মাঝে ৪০টি ছাগল প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধ ও পুনর্বাসন প্রকল্প

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) একটি স্থানীয় বে-সরকারী সেবামুলক অ-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার দু'টি ২নং মন্মথপুর ও মোমিনপুর ইউনিয়নে ১৩ গ্রামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি পরিবারে সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত এবং নানা ভাবে নির্যাতিত তাদের অধিকার সুরক্ষা আইন ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নে সরকারের সাথে সমন্বয় ভাবে কাজ করছে। প্রতিবন্ধী মানুষের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) নিজের অর্থয়ানে ১৯৯৭ সাল থেকে প্রতিবন্ধী নিয়ে কাজ করে আসছে। বর্তমানে সিটিডাব্লিউ-চাইল্ড ইম্পাওয়ারম্যান প্রোগ্রাম প্রকল্পে দাতা সংস্থা সিডিডি লিলিয়ান ফন্ডস্'র অর্থায়নে ২০০৮ইং সাল হতে কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) পার্বতীপুর উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধী (যেমনঃ অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারস, শারিরীক, মানসিক, দৃষ্টি, বাক্-প্রতিবন্ধী, বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম, বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ও অন্যান্য প্রতিবন্ধী) সহ প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা সেবা প্রদানের কাজ বাস্তবায়ন করে আসছে। উক্ত প্রতিবন্ধী জরিপ করে সংস্থার জেনারেল রেজিষ্টার ভুক্ত রয়েছে ৪৫০জন প্রতিবন্ধী। বর্তমানে উক্ত প্রজেক্ট'র আওতায় ২০০ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে বিভিন্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত ওয়ার্কশপ, সেমিনার, কর্মশালা, মিটিং যোগাযোগ এর মাধ্য সেবা নিশ্চিত করা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একীভূত শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশের শতকরা ১০ ভাগ মানুষ নানা ভাবে প্রতিবন্ধীর শিকার। তাদের মুল স্রোতধারায় ফিরিয়ে না আনা হলে শতভাগ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে না। বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য যথেষ্ঠ কাজ করে যাচ্ছে। সরকারে পাশাপাশি বে-সরকারী সংস্থাও একাজে অনেক ভুমিকা রাখছে। সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত সচেতনতামূলক মিটিং, প্রতিবন্ধিতার ধরণ, কারণ, প্রতিরোধ, গর্ভবতিমায়ের পরিচর্যা বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সাথে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য নিয়মিত উঠান বৈঠক, কর্মশালা ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে এ্যাডভোকেসি মিটিং, প্রতিবন্ধী অভিভাবকদের প্রতিবন্ধী চিহ্নিত করণ, রেফারেল লিংকেজ ও শিশুর যত্ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা সুনিশ্চত করনে মতবিনিময় সভা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মাঝে কোচিং ফি প্রদান, ২০১৩ সালের প্রতিবন্ধী আইন বিষয়ক শেয়ারিং মিটিং করা, আইজিএ ট্রেনিং, কেয়ার গিভার, পিতা/মাতাদের দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ, কিশোর কিশোরীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আওতায় কিভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কে সম্পৃক্তকরা যায় এ বিষয়ে এনজিও প্রতিনিধিদের সাথে লবিও মিটিং করা, আইজিএ প্রশিক্ষণ থেরাপী সেবা প্রদান ও শিশুদের লেখা পড়ার জন্য স্কুলে ভর্তি করার জন্য এসএমসি মিটিং যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সরকারী ভাবে জেলা প্রতিবন্ধী সেবা সাহায্য কেন্দ্র হতে দু'ই জন ব্যক্তি কে দুটি হুইল চেয়ার প্রদান করেন। উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণায় হতে ৫ জন কে প্রতিবন্ধী ভাতা ও ৩ জন কে শিক্ষা উপবৃত্তিসহ দুই জন ক্যান্সার আক্রন্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ৫০,০০০/- টাকা করে অনুদান প্রদান করেন। প্রতিবন্ধীর ব্যক্তির পরিচয়পত্র, ইউনিয়ন পরিষদ হতে জন্ম নিন্ধন পাওয়ার জন্য সহযোগিতা প্রদান করা হয়। প্রকল্প হতে চার জন শিশুকে চার টি হুইল চেয়ার প্রদান করা হয়, হ্যান্ড ম্যাগনিফায়র গ্লাস, এ্যাবাকাস ৩০ জন শিক্ষার্থীদেরকে কোচিং ফি ৩০ জন কে শিক্ষা উপকরণ (স্কুল ব্যাগ, খাতা, কলম, স্কেল) ইত্যাদি উপকরণ প্রদান করা হয়।

সারা বিশ্বের ন্যায় আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন করা হয়, প্রতিপাদ্য বিষয় "কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সম্পৃক্তি করি, অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য পরিবর্তনমূখি পদক্ষেপ" প্রবেশগম্য ও সমতাভিত্তিক বিশ্ব বিনির্মাণে উদ্ভাবনের ভূমিকা "৩১তম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও ২৪তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস কর্মসূচি পালন করা হয়। একাজে নিয়োজিত কর্মীদের পরিচিতি ও গ্রহনযোগ্যতার পাশাপাশি সংস্থার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে সরকারী অফিস সুশিল সমাজ, কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নে জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। সমাজ চায় কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখুক।

সিটিডাব্লিউ ভবিষ্য নিধি তহবিল

কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) ব্যবস্থাপনা পরিষদ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মীগণের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের কথা চিন্তা করে কর্মী কল্যাণ নামে একটি তহবিল গঠন করার চিন্তা ভাবনা করে। পরবর্তীতে সকল সদস্যদের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৯০ সালে পূর্ণাঙ্গ কর্মী কল্যাণ তহবিলের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে এই তহবিলের নাম পরিবর্তন করে ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল নামে পরিচালিত হয়ে আসছে। সংস্থার কর্মরত প্রত্যেক কর্মীর মাসিক মূল বেতনের ১০% এবং সংস্থা থেকে দেয় ১০% সর্বমোট ২০% সিপিএফ কর্মীর নামে জমা করা হয়। প্রতি বৎসর ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিলের বার্ষিক সাধারণ সভায় আয় ও ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করা হয়। ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিলের সাধারণ সদস্য সংস্থার সকল স্থায়ী কর্মীবৃন্দ এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭ জন। নির্বাহী কমিটির ৬ জন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয় এবং পদাধিকার বলে অত্র সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এই পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল পরিচালনার জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে একটি অনুমোদনকৃত নীতিমালা রয়েছে। নতুন কর্মীর চাকরি স্থায়ী হলে এই তহবিলের সদস্য পদ লাভ করবেন। বেসরকারী সংস্থায় চাকরিরত কর্মীগণের পেনশন ভাতা পাওয়ার সুযোগ নাই। তাই সংস্থার কর্মরত কর্মীদের ভবিষ্যতের চিন্তা মাথায় রেখে ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল গঠন করা হয়। বছর শেষে আয় ও ব্যয় নির্ণয় পূর্বক কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সিপিএফ উপর লভ্যাংশ প্রদান করা হয়। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর নিজস্ব পরিচিতি ও ভাব মূর্তি ফুটিয়ে তোলা এবং কর্মীদের সংস্থা থেকে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে শূন্য হাতে না যেয়ে সঞ্চিত কিছু টাকা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল গঠন করা হয়। দীর্ঘ দিন সংস্থায় কাজ করার ফলাফল হিসেবে প্রতিটি কর্মী চলে যাওয়ার সময় ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড)'র নীতিমালা অনুযায়ী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক ভাবে নিজস্ব সঞ্চয়/ তহবিল হাতে পেয়ে থাকে। ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল পরিচালনার জন্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও কর্মীসহ একটি স্বতন্ত্র নীতিমালা তৈরী করা হয় উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী তহবিল পরিচালনা করা হয়। অত্র তহবিল হতে কর্মীর চাকুরীর বয়স ২ বছর পূর্ণ হলে নীতিমালা অনুযায়ী লোন সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ২৮জন কর্মীদের মাঝে সর্বমোট ২৩,২৩,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয় এবং বিগত ঋণসহ চলতি অর্থবছরে আদায় হয়েছে ১৮,২০,৮৫০/- টাকা, অর্থবছর শেষে কর্মীদের কাছে ঋণ বাবদ ৩১,৫১,৩৩৩/- টাকা পাওনা রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সিপিএফ-এ কর্মীদের নিকট হইতে ১৮,৭৬,৮০৫/- টাকা জমা করা হয় এবং ২২ জন কর্মী অন্যত্র চলে যাওয়া বা অব্যহতি প্রদান করায় তাদের সিপিএফ হইতে ৮,৭৫,১৯২/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়। বর্তমানে সিপিএফ-এ সর্বমোট জমা আছে ১২৪,৬১,৯১৭/- টাকা। কর্মীগণ দীর্ঘ দিন সংস্থায় চাকরি করে চলে যাওয়ার সময় খালি হাতে না ফিরে কিছু হলেও একটা বড় অংকের টাকা নিয়ে যায়। যা দিয়ে অনেকে পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য করতে সক্ষম হয়। উত্তর বঙ্গের অনেক সংস্থার মধ্যে এ ধরণের তহবিল পরিচালনায় তেমন কোন উদ্যোগ নাই। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) গত ১৯৯০ সাল হতে এ ধরণের মহৎ একটি ভবিষ্য নিধি (প্রভিডেন্ড ফান্ড) তহবিল পরিচালনা করে আসছে।

সিটিডাব্লিউ লাইব্রেরী

বর্তমানে সভ্য সমাজে বিজ্ঞানের যুগে শিক্ষা পদ্ধতির শেষ নাই। কেউ দেখে দেখে শিখে, কেউ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিখে, কেউ শিক্ষণ ভিজিটের মাধ্যমে শিখে, কেউবা আবার বই পুস্তক পড়ে শিখে। শিক্ষার মাধ্যমে ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে একজন কর্মী তার কর্মস্থলের পরিবর্তন ঘটানোর ক্ষেত্রে তৈরীর সুযোগ করে নিতে পারে। আর এই সুযোগ তৈরীর ক্ষেত্র হলো কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ)। এখানে হাতে কলমে কাজ শেখার পাশাপাশি কর্মীরা যাতে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পায় সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নানা ধরনের বই পুস্তক সংগ্রহ করে লাইব্রেরী গঠন করে কর্মীগণ কাজের অবসরে লাইব্রেরী থেকে বই সংগ্রহ করে পড়ে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে প্রতিবছর নতুন নতুন বই সংগ্রহ করে থাকে। ফলে কর্মীদের পাশাপাশি এলাকার শিক্ষানুরাগীরা অবসর সময় এসে বই পড়ে। একদিকে যেমন অবসর সময় কাটায়, অন্যদিকে তেমন জ্ঞানের ভান্ডার তৈরীর সুযোগ করে নিতে পারে। যাহা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগাতে পারে। কাম টু ওয়ার্ক (সিটিডাব্লিউ) এর নিজস্ব উদ্যোগে ২০০৮ইং সালে এলাকার জনগণের বিনোদন ও জ্ঞানের ভান্ডার প্রসারিত করার জন্য সিটিএল গ্রন্থাগার স্থাপন করে। এই গ্রন্থাগার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তালিকা ভুক্ত হয়েছে। তালিকা ভুক্তি নম্বর জাগ্রকে / ০৩৩৫ তারিখ ০১/১০/১৯ ইং। এখানে দৈনিক পত্রিকা সহ বিভিন্ন ধরনের বই আছে। এলাকার ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, মধ্য বয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিসহ সকল পেশার মানুষ এখানে বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য আসে। সবাই তাদের চাহিদা মত নিয়মিত বই ও পত্রিকা পড়েন এবং অনেক সময় বই পড়ার জন্য রেজিষ্টার লিখে বাড়িতেও নিয়ে যায়। গ্রন্থাগারে ছোটদের ছড়া, কবিতা, গল্প, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ভাষা আন্দোলন, ভ্রমন, বিজ্ঞান বিষয়ক, এনজিও বিষয়ক, সজি চাষ, মাছ চাষ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক এবং ভেষজ ও ঔষধী বিষয়ক বই সংরক্ষিত আছে। এই সকল বই জাতীয় গ্রন্থাগার ও স্থানীয় ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। সিটিএল গ্রন্থাগার এ পর্যন্ত সরকারী (জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র) অনুদান হিসাবে ১৪৩,১০৯/-(এক লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশত নয়) টাকা গ্রহণ করেছে। সিটিএল গ্রন্থাগার (২০১৯-২০২০) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র হতে ৪৯,০০০/- (উনপঞ্চাশ হাজার) টাকার অনুদান পেয়েছে এর মধ্যে নগদ ২৪,৫০০/- (চব্বিশ হাজার পাঁচশত) টাকা এবং বই ২৪,৫০০/-(চব্বিশ হাজার পাঁচশত)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৫,০০০/- টাকা অনুদান পেয়েছে। যা লাইব্রেরীর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে ব্যবহার করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৫১,০০০/- হাজার টাকার মধ্যে ২৫,৫০০/- টাকার চেক ও ২৫,৫০০/- টাকার বই প্রদান করেন। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ৪৭,৫৫০/- হাজার টাকার মধ্যে ২৩,৭৭৫/- টাকার চেক ও ২৩,৭৭৫/- টাকার বই প্রদান করেন। এই গ্রন্থাগারে প্রায় সব বয়সের পাঠকগণ বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য আসে।

Come to Work (CTW)

PKSF Funded Micro Finance & Other Program

Consolidated Statement of Financial Position

As at 30 June 2023

Particulars	Notes	30-Jun-23								Amount in Tk.	
		Micro Finance Program (MFP)	Other Program							2022-2023	2021-2022
			General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH		
Assets											
Non-Current Assets :											
Property, Plant & Equipment	6.00	1,037,636	1,972,855	-	-	-	-	-	-	3,010,491	3,147,320
Total Non-Current Assets		1,037,636	1,972,855	-	-	-	-	-	-	3,010,491	3,147,320
Investments :											
Investments in FDR	7.00	22,090,254	20,033	-	-	-	-	-	-	22,110,287	22,770,512
Total Investments		22,090,254	20,033	-	-	-	-	-	-	22,110,287	22,770,512
Current Assets :											
Loan to Beneficiaries	8.00	344,398,263	-	-	-	-	-	-	-	344,398,263	296,978,673
Other Assets	9.00	780,132	100,000							880,132	860,132
Cash & Cash Equivalents	10.00	15,163,100	822,668	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	16,335,859	19,923,559
Total Current Assets		360,341,495	922,668	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	361,614,254	317,762,364
Total Assets		383,469,385	2,915,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	386,735,032	343,680,196
Capital Fund and Liabilities :											
Liabilities :											
Current Liabilities	11.00	164,045,483	1,440,000	-	-	-	-	-	-	165,485,483	149,058,460
Total Current Liabilities		164,045,483	1,440,000	-	-	-	-	-	-	165,485,483	149,058,460

Particulars	Notes	30-Jun-23								Amount in Tk.	
		Micro Finance Program (MFP)	Other Program							2022-2023	2021-2022
			General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH		
Long Term Liabilities	12.00	117,966,665	-	-	-	-	-	-	-	117,966,665	109,316,664
Total Long Term Liabilities		117,966,665	-	-	-	-	-	-	-	117,966,665	109,316,664
Capital Fund :	13.00										
Retained Surplus	13.01	91,311,514	1,475,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	93,137,161	76,924,510
Reserve Fund	13.02	10,145,723	-	-	-	-	-	-	-	10,145,723	8,380,562
Total Capital Fund		101,457,237	1,475,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	103,282,884	85,305,072
Total Capital Fund and Liabilities		383,469,385	2,915,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	386,735,032	343,680,196

The annexed notes form an integral part of these financial statements

Head of Accounts
CTW

Executive Director
CTW

Chairperson
CTW

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Md. Abu Kaiser, FCA
Senior Partner
ICAB Enrollment No. 0626
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2401110626AS595092

Place: Dhaka
Date: 11 JAN 2024

MAHFEL HUQ & CO. DHAKA ESTD. 1974 Chartered Accountants

Come to Work (CTW)
PKSF Funded Micro Finance & Other Program
Consolidated Statement of Income & Expenditure
For the year ended 30 June 2023

Particulars	30-Jun-23								Amount in Tk.	
	Micro Finance Program (MFP)	Other Program							2022-2023	2021-2022
		General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH		
Income:										
Fund Received	-	1,213,550	2,046,053	-	689,340	500,000	1,356,713	-	5,805,656	1,881,465
Service Charge Collection	67,730,584	-	-	-	-	-	-	-	67,730,584	49,771,436
FDR Interest	1,347,921	790	-	-	-	-	-	-	1,348,711	622,530
Profit on Provision of Expenses	172	-	-	-	-	-	-	-	172	155
Other Income	337,246	122,815	36	-	526	610	892	-	462,125	843,897
Total Income	**69,415,923**	**1,337,155**	**2,046,089**	-	**689,866**	**500,610**	**1,357,605**	-	**75,347,248**	**53,119,483**
Expenditure :										
Service Charge Paid to PKSF	4,071,291	-	-	-	-	-	-	-	4,071,291	3,523,713
Service Charge Paid to Bank Loan	628,001	-	-	-	-	-	-	-	628,001	377,435
Service Charge Paid to BNF	70,384	-	-	-	-	-	-	-	70,384	7,473
Service Charge paid Gratuity Loan & security Interest	106,575	-	-	-	-	-	-	-	106,575	152,618
Interest on Member's Savings	6,346,991	-	-	-	-	-	-	-	6,346,991	5,329,926
Expenditure	32,022,585	811,415	-	-	488,989	703,523	1,336,633	-	35,363,145	31,283,501
Others (VAT/TAX, Audit Fee, Bank Charge)	403,369	23,313	1,332	690	-	17,362	-	104	446,170	659,950
LLP Expenses	6,638,088	-	-	-	-	-	-	-	6,638,088	6,631,857
Rebate	1,277,382	-	-	-	-	-	-	-	1,277,382	727,581
Obsolete of Fixed Assets	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,299

MAHFEL HUQ & CO. Chartered Accountants DHAKA ESTD 1974

Particulars	Notes	30-Jun-23								Amount in Tk.	
		Micro Finance Program (MFP)	Other Program							2022-2023	2021-2022
			General Fund	General Mother Accounts	Disable Program	CEP	BNF	PRICD	LAUGH		
Long Term Liabilities	12.00	117,966,665	-	-	-	-	-	-	-	117,966,665	109,316,664
Total Long Term Liabilities		**117,966,665**	-	-	-	-	-	-	-	**117,966,665**	**109,316,664**
Capital Fund :	13.00										
Retained Surplus	13.01	91,311,514	1,475,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	93,137,161	76,924,510
Reserve Fund	13.02	10,145,723	-	-	-	-	-	-	-	10,145,723	8,380,562
Total Capital Fund		**101,457,237**	1,475,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	**103,282,884**	**85,305,072**
Total Capital Fund and Liabilities		**383,469,385**	2,915,556	92	11,680	200,877	79,177	56,743	1,522	**386,735,032**	**343,680,196**

The annexed notes form an integral part of these financial statements

Head of Accounts
CTW

Executive Director
CTW

Chairperson
CTW

Signed in terms of our separate report of even date annexed

Md. Abu Kaiser, FCA
Senior Partner
ICAB Enrollment No. 0626
Mahfel Huq & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. P-46323
DVC: 2401110626AS595092

Place: Dhaka
Date: 11 JAN 2024

MAHFEL HUQ & CO. DHAKA ESTD. 1974 Chartered Accountants

ফটো গ্যালারী

প্রতিবন্ধীদের মাঝে উপকরণ সমগ্রী বিতরণ করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল।

"উই রিং দ্যা বেল" অনুষ্ঠানে সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের একাংশ।

সংস্থার চেয়ারপার্সন ও নির্বাহী পরিচালক এর সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মিটিং এর একাংশ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অসহায় শিশুদের মাঝে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণের একাংশ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের র‍্যালীর একাংশ

সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় আগত সম্মানীত সাধারণ পরিষদ সদস্য ও আমন্ত্রীত অতিথিবৃন্দের একাংশ।

ফটো গ্যালারী

প্রতিবন্ধী শিশুর যত্নে তাদের পিতা মাতাদের পরিচর্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মোঃ হামাদুল্লাহ।

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ আমিরুল (মোমেনিন) ও উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রুকশানা বারী রুকু অত্র সংস্থা পরিদর্শনের একাংশ।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অফিস চত্তরে বৃক্ষ রোপন করছেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক।

সংস্থা নিজস্ব পুকুরে মাছের পোনা অবমুক্ত করছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মুহাম্মদ ইসমাঈল।

দাতা সংস্থার প্রতিনিধি জনাব কাজী বদরুদ্দোজা জুলু ভাইকে সংবর্ধনা প্রদানের একাংশ।

সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ মিলে ২১শে ফেব্রুয়ারী উপলক্ষে শহীদ মিনারে ফুল প্রদানের একাংশ।

COME TO WORK (CTW)
Manmathapur, Parbatipur, Dinajpur